بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪ আষাঢ় ১৪৩৩
২৮ জুন ২০২৬

বাণী

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে একটি দক্ষ, উৎপাদনশীল ও আধুনিক মানবসম্পদ গড়ে তোলা এখন সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি। দেশের শিল্পখাতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ এবং বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে দক্ষ জনশক্তির কোনো বিকল্প নেই। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতায় সমৃদ্ধ করা জরুরি। কারণ, একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে দক্ষ মানবসম্পদই সবচেয়ে বড় শক্তি।

'সবার আগে বাংলাদেশ' –এই অঙ্গীকারকে ধারণ করে আমরা বৈষম্যমুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) দেশের দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাকে আরও সমন্বিত, চাহিদাভিত্তিক ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

দেশের যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর এবং তাদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা বিবেচনায় যুবসমাজের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নীতি, কর্মসূচি ও উদ্যোগ গ্রহণের ওপর আমরা গুরুত্বারোপ করছি।

বর্তমান সরকার বিশ্বাস করে, দেশের ভবিষ্যৎ ও জাতীয় উন্নয়ন নির্ভর করছে দক্ষ, স্বাবলম্বী ও দায়িত্বশীল যুবশক্তির ওপর। তরুণ ও যুবকদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা আত্মবিশ্বাসী, উৎপাদনশীল এবং নাগরিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন হয়ে দেশের অর্থনীতি ও সমাজে কার্যকর অবদান রাখতে পারে। এ লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা, ডিজিটাল দক্ষতা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারণকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি।

এনএসডিএ সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর ও সমন্বিত স্কিলস ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আমি এনএসডিএ-এর সকল উদ্যোগ আরও গতিশীল ও ফলপ্রসূ করার আহ্বান জানাই, যাতে দক্ষ যুবসমাজ গড়ে তোলার প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দেশীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের উপযোগী দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং বৈশ্বিক কর্মবাজারে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ আগামী দিনে আরও শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবস্থান অর্জন করবে।

দেশীয় ও বৈশ্বিক শ্রমবাজারের পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এনএসডিএ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয়, অভিন্ন প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন, জাতীয় দক্ষতা সনদ প্রদান এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition of Prior Learning-RPL) কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশীজনদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি এনএসডিএ-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ, প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কারিকুলাম প্রণয়ন, শিক্ষিত যুবসমাজের জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি (Mutual Recognition Agreement-MRA) সম্প্রসারণের উদ্যোগও অব্যাহত রয়েছে।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এনএসডিএ-এর ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। আমি আশা করি, এই প্রতিবেদন দেশের দক্ষতা উন্নয়ন খাতের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে নীতিনির্ধারক, অংশীজন এবং সংশ্লিষ্ট সবার জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। একই সঙ্গে আমি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের ধারাবাহিক সম্প্রসারণ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

তারেক রহমান